কুরবানীর মাসায়েল

- কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি আদায় করা ওয়াজিব। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এই ইবাদত পালন করে না তার ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে, 'যার কুরবানীর সামর্থ্য রয়েছে কিন্তু কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।'[২৮]

  প্রতিটি আমল যদি ইখলাস ও নবীর তরীকা অনুযায়ী করা যায় তাহলে তা আল্লাহর কাছে কবুল হতে আর কোন বাধা থাকে না।

কার ওপর কুরবানী ওয়াজিব

- প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, যে ১০ যিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে এবং তার এ পরিমান ঋণ না থাকে যা পরিশোধ করলে তার নেসাব থেকে কমে যাবে এমন ব্যক্তির ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব। টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, অলঙ্কার, বসবাস ও খোরাকির প্রয়োজনে আসে না এমন জমি, প্রয়োজন অতিরিক্ত বাড়ি, ব্যবসায়িক পণ্য ও অপ্রয়োজনীয় সকল আসবাবপত্র কুরবানী নেসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য।

  আর নেসাব হল স্বর্ণের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত (৭.৫) ভরি, রূপার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন (৫২.৫) ভরি, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হওয়া। আর সোনা বা রূপা কিংবা টাকা-পয়সা এগুলোর কোনো একটি যদি পৃথকভাবে নেসাব পরিমাণ না থাকে কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায় তাহলেও তার ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব।[২৯]

বর্তমান বাজার দরে কত টাকা হলে কুরবানি ওয়াজিব হয়?

- বর্তমান বাজার দর হিসেবে রূপার মূল্য ১২০০/- টাকা ভরি হলে ১২০০×৫২.৫=৬৩,০০০/ টাকা। অতএব কুরবানীর দিনগুলোতে (১০, ১১ ও ১২ জিলহজ) কারো কাছে এ পরিমাণ টাকা হলেই তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব।[৩০]

২৮। মুসনাদে আহমাদ (৮২৭৩), মুস্তাদরাকে হাকিম (৩৫১৯); আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব ২/১৫৫
২৯। মুসনাদে আহমাদ (২০২০৭); আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫৫; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪০৫
৩০। জুন, ২০২২ ইং সালে জুয়েলারি থেকে রূপার এ মূল্য জানা গিয়েছে।